بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৭শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর অসামান্য অবদান এবং এ বিষয়ে সাহাবীগণকে যে উত্তম তরবীয়ত প্রদান করেছেন তার কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এবং বর্তমান বিশ্বের চলমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে দোয়ার তাহরীক করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা চলছিল। মক্কাবিজয়ের সময় মহানবী (সা.) কর্তৃক মূর্তি ভাঙার ঘটনা সাম্প্রতিক বিভিন্ন খুতবায় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি (সা.) মূলত একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাস্বরূপ এ কাজ করেছিলেন। তায়েফবাসীর **লাত** মূর্তি সম্পর্কে এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁর কাছে এ আবেদন করা হয়েছিল যে, এটিকে যেন তিন বছর পর্যন্ত ভাঙা না হয়। কিন্তু তিনি (সা.) এ আবেদন না-মঞ্জুর করেন। অতঃপর তাদের পক্ষ থেকে এক বছর এক মাসের জন্য এটিকে অক্ষুন্ন রাখতে আবেদন করা হয়, কিন্তু তিনি তাও না-মঞ্জুর করেন এবং সেই মূর্তি ভাঙার নির্দেশ প্রদান করেন। একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.) মক্কার শক্তিশালী এক জাতির মোকাবিলা করেছিলেন যার ফলস্বরূপ তিনি (সা.) কাবাগৃহকে তিনশ' ষাটটি মূর্তির কলুষ থেকে পবিত্র করেন। পাশাপাশি তিনি (সা.) তাঁর অনুসারীদের হৃদয়ে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহান জিহাদ পরিচালনা করেন এবং স্বীয় সাহচর্যে মুসলমানদের মাঝে একত্ববাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী এক জামা'ত গঠন করেন। তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে এত উত্তমভাবে তরবীয়ত করেন যে, তাদের হৃদয়ে এ বিষয়ে কখনো কোনো সংশয় সৃষ্টি হয় নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, **আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন কোরো না যেমনটি খ্রিষ্টানরা ইবনে মরিয়মের প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছে। আমি কেবলই খোদার এক অধম বান্দা। কাজেই, তোমরা আমার জন্য শুধু এটিই বলবে যে, তিনি খোদার বান্দা ও রসূল।** কসম খাওয়ার বিষয়ে একবার তিনি (সা.) বলেন, **তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহের কসম খেও না। কসম খেতে চাইলে আল্লাহ্‌র নামে কসম খাবে।** প্রকৃত অর্থে তাঁর এটি সহ্য হতো না যে, খোদার একত্ববাদের বিপরীতে কোনো কিছুকে রাখা হবে। হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, কাফিরদের সাথে যদি আমার লড়াই হয় আর কেউ আমার এক হাত কেটে ফেলে আর এরপর গাছের আড়ালে গিয়ে বলে যে, আমি আল্লাহ্‌র নামে মুসলমান হয়ে গেলাম; তাহলে আমি কী করব? আমি কি তাকে হত্যা করব? মহানবী (সা.) বলেন, **তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা যদি তুমি তাকে হত্যা করো তাহলে তুমি তার (অস্বীকারকারীর) স্থলে চলে যাবে আর সে তোমার (ঈমান আনয়নকারীর) মর্যাদা লাভ করবে।** হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে একটি যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে আমি ধরাশায়ী করি, কিন্তু সে তাৎক্ষণিকভাবে বলে উঠে, **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**। এরপরও আমি তাকে হত্যা করি। আমার হৃদয়ে খটকা লাগে তাই আমি মহানবী (সা.)-কে বলি, আমি এ কাজ করেছি। তখন তিনি (সা.) বলেন, **তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে, সে এ কথা মন থেকে বলেছিল কিনা? তিনি (সা.) এতবার এটি পুনরাবৃত্তি করছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল, হায়! আমি যদি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম।**

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসে আর নিবেদন করে, জান্নাত এবং জাহান্নাম অবধারিত করে এরূপ দু'টি বিষয় কী? তিনি (সা.) বলেন, **যে ব্যক্তি একত্ববাদের ওপর মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে যাবে আর যে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।** মুহাম্মদ বিন লাবীদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **আমি তোমাদের বিষয়ে শির্‌কে আসগার নিয়ে সর্বাধিক ভয় পাই আর তা হলো, রিয়া বা লৌকিকতা। কিয়ামতের দিন লোকদেরকে যখন তাদের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তাদের কাছে যাও যাদের জন্য তোমরা পৃথিবীতে লৌকিকতা প্রদর্শন করতে আর তাদের কাছে তোমাদের প্রতিদান চেয়ে দেখো, পাও কিনা?** হুযূর (আই.) বলেন, লোকদের কাছ থেকে উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে লৌকিকতা প্রদর্শন বা তোষামোদ করা এরূপ বিষয় যেন সে কাউকে খোদার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে আর এটি এমন এক শির্‌ক যা আল্লাহ্ তা'লা খুবই অপছন্দ করেন।

হাদীসে কুদসীতে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষ আমাকে মিথ্যবাদী আখ্যা দিয়েছে যা তাদের উচিত হয় নি, আর তারা আমাকে গালি দিয়েছে যা তাদের উচিত হয় নি। তারা এ মিথ্যা কথা বলেছে যে, আমি তাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারব না যেভাবে প্রথমবার আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আর তারা আমার প্রতি পুত্র সন্তান আরোপ করে আমাকে গালি দিয়েছে।** সূরা ইখলাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **আল্লাহুস সামাদ** অর্থ, আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সবাই তার মুখাপেক্ষী। এই একটি ছোটো বাক্যে খোদা তা'লা কত সুন্দরভাবে তাঁর অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। শির্‌ক মূলত চার প্রকার। **হয় সংখ্যার দিক থেকে, নতুবা মর্যাদার দিক থেকে, কিংবা বংশের দিক থেকে, অথবা কাজের দিক থেকে**। এ সূরাটিতে তাঁর চার প্রকার শির্‌ক থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, তিনি **আহাদ বা এক ও অদ্বিতীয়**। দ্বিতীয়ত, **তিনি সামাদ বা মর্যাদার দিক থেকে অনন্য**। তৃতীয়ত, **তিনি কাউকে জন্ম দেন নি বা তাকে কেউ জন্ম দেয় নি**- এক্ষেত্রেও তাঁর কোনো শরীক নাই। চতুর্থত, **কাজের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই**।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক সাহাবীকে কোনো অভিযানে আমীর মনোনীত করে প্রেরণ করেন। সেই ব্যক্তি প্রতি নামাযে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। মুক্তাদিরা অভিযোগ করলে তিনি (সা.) তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। সেই ব্যক্তি বলেন, যেহেতু এটি রহমান খোদার গুণাবলীকে ধারণ করে তাই আমি এটি পাঠ করতে পছন্দ করি। মহানবী (সা.) বলেন, **তাকে বলে দাও, আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ভালোবাসেন।** আরেক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আনসারের এক ব্যক্তি মসজিদে কুবায় নামাযের ইমামতি করতেন। যখনই তিনি নামায আদায় করতেন সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তাকে এ কথা বলা হলো যে, তুমি পড়লে শুধুই সূরা ইখলাস পাঠ করো সাথে আবার অন্য কোনো সূরা কেন পাঠ করো। তিনি বলেন, **তোমরা আমাকে ইমাম হিসেবে রাখতে চাইলে আমি এভাবেই প্রথমে সূরা ইখলাস পাঠ করব নতুবা আমি ইমামতি ছেড়ে দিতে পারি**। মহানবী (সা.) এ বিষয়টি জানতে পেরে তাকে বলেন, তোমার মুক্তাদীরা তোমাকে যা করতে বারণ করে তুমি কেন তা করছ? তিনি বলেন, **আমি সূরা ইখলাসকে ভালোবাসি**। মহানবী (সা.) বলেন, **নিশ্চয় এর প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।**

অন্য এক হাদীসে পাওয়া যায়, মহানবী (সা.) সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলে উল্লেখ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এর মানে হলো, এ সূরাটির বিষয়বস্তু বিশেষ গুরুত্ব রাখে। কুরআন-হাদীসের অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, শেষ যুগে দুটি বড়ো ফিতনা বা নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়ার কথা রয়েছে: প্রথমত দাজ্জালী ফিতনা; দ্বিতীয়ত ইয়াজূজ মাজূজ এর নৈরাজ্য, যারা যারা ইসলামের বিপরীতে দাঁড়াবে। সমগ্র কুরআনে এ দু'টি বিশ্বাসের অকাট্য খণ্ডন করা হয়েছে। অতএব, যেহেতু তিন খোদার মধ্য থেকে এক খোদার সমর্থন পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ আর সূরা ইখলাসে এর উল্লেখ রয়েছে তাই একে পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়। এরপর হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমান যুগে মুসলমানদের মাঝ থেকে সত্যিকার একত্ববাদ হারিয়ে গেছে। শেষ যুগে যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হিসেবে এসেছেন এবং একত্ববাদের বিরুদ্ধে সকল আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন। ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ, তিনি এ উদ্দেশ্যে একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ কারণে এ দিনটিতে আমরা মসীহ্ মওউদ দিবস পালন করে থাকি, যেন আমরা তাঁর হাতে বয়আতের সময় যে অঙ্গীকার করেছি অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ বলেন, **হে ইবনে আদম! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব কেননা, তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ। হে ইবনে আদম! পৃথিবীর সমপরিমাণ পাপ হলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব যদি তুমি আমার সাথে শির্ক না করে থাকো।** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তা'লাকে বলেন, তুমি আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দাও যার মাধ্যমে আমি তোমাকে স্মরণ করব এবং তোমার প্রার্থনা করব। খোদা তা'লা বলেন, হে মূসা! তুমি **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** পাঠ করো। হযরত মূসা (আ.) বলেন, তোমার সব বান্দারাই তো এটি পাঠ করে। হযরত মূসা (আ.) বারবার দাবি করলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **যদি সাত আকাশ ও পৃথিবীকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্কে এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র ওজন অধিক হবে।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমা পাঠের ফলে পাপ মোচন হয়।** অতএব, যে প্রকৃত অর্থে খোদাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করবে এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই সর্বশক্তিমান খোদা প্রেরণ করেছেন— এ বিশ্বাস পোষণ করবে, এরপর যদি সে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তাহলে সে মুক্তি লাভ করবে।

মহানবী (সা.) সর্বাবস্থায় একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং এমন কোনো কথা বলেন নি যার ফলে একত্ববাদের ওপর কোনো আঁচড় লাগে। তিনি (সা.) মৃত্যু শয্যায়ও এ কথাই বলেছেন যেন তাঁর জাতি কখনো তাঁকে শির্কের স্থানে জায়গা না দেন। হুযূর (আই.) বলেন, আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যেন একত্ববাদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করে এবং মহানবী (সা.)-এর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা অনুধাবন করে প্রকৃত একত্ববাদী হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দিন।

আমেরিকা ও ইসরাঈলের সাথে ইরানের চলমান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। খোদা তা'লা মুসলিম বিশ্বকে তারা কোন্ পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে আর তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া কত অপরিহার্য তা অনুধাবনের শক্তি দিন। আমেরিকা পুরো মুসলিম বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব নেয়ার আর মুসলমানদের মাঝে যেন কোনো ঐক্য সৃষ্টি না হয় সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই আমাদের অনেক বেশি দোয়া করা

আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ বিষয়ে দোয়া করার তৌফিক দিন এবং ইসলামি দেশগুলোকে একতাবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)